তারিখ : 14 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

পাসের হার ও জিপিএ ৫ কম

বাংলা ইংরেজি আর রসায়নই ডুবিয়েছে

মুশতাক আহমদ

বাংলা, ইংরেজি আর রসায়ন— এই তিন বিষয়ই ডুবিয়েছে এবার। পাসের হারে বিপর্যয় আর জিপিএ-৫ কমে যাওয়ার পেছনে এ তিনটি বিষয় প্রধান ভূমিকা রেখেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে দুটিতেই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতিও পরিবর্তন হয়ে যায়। সেই বিবেচনায় পরিবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতিই এবার নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। কেননা, পরিবর্তিত পরীক্ষার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শেখ ওয়াহিদুজ্জামান যুগান্তরকে জানান, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি কেবল নিজের পরিবর্তিত প্রশ্নপদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটার সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে পাস-ফেলের বিষয়টি পরিবর্তন হয়ে যায়। বিজ্ঞানের বিষয়ের ক্ষেত্রে আগে ব্যবহারিক আর তত্ত্বীয়— এই দুই ক্ষেত্রে আলাদা পাস করলেই হতো। কিন্তু এবার সৃজনশীল পদ্ধতির বহু নির্বাচনী আর লিখিত পরীক্ষায় আলাদা পাস নম্বর পেতে হয়েছে। এর বাইরে ব্যবহারিকেও আলাদা পাস করতে হয়েছে। সে হিসেবে এখন তিনটি দিকে আলাদা পাস করতে হয়। তিনি জানান, রসায়নে বহু নির্বাচনী প্রশ্নে কমপক্ষে ১১ পেতে হয়। লিখিত

ডুবিয়েছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ডুবিয়েছে : রসায়নই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পেতে হয় ২০ নম্বর। দেখা গেছে, অসংখ্য ছেলেমেয়ে ১১-এর মধ্যে ১০ পেয়েছে। অথচ তত্ত্বীয় অংশে প্রায় ৮০ ভাগ নম্বর পেয়েও সে ফেল করেছে।

এইচএসসিতে এবার মোট ৪টি বিষয়ের ৭টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ছিল। এগুলো হচ্ছে— বাংলা প্রথমপত্র, রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র, পৌরনীতি প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র এবং ব্যবসায় নীতি ও উদ্যোগ দুটি পত্র। এর মধ্যে বাংলা প্রথমপত্রে গত বছরও সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এরপরও এবারও এ বিষয়ে প্রত্যেক বোর্ডে পাসের হার কম দেখা যায়। দেখা গেছে, সৃজনশীলের বিষয়ের মধ্যে রসায়নের দুটি ছাড়া অন্য দুটিতে ইতিবাচক পাসের হার তুলনামূলক ভালো বা অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের উল্লিখিত তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গত বছর বরিশাল বোর্ডে বাংলায় পাসের হার ছিল ৯৫.৭৬ ভাগ। কিন্তু এবার পাস করেছে ৯১.৫১ ভাগ। কুমিল্লা বোর্ডে গত বছর ইংরেজিতে পাস করেছিল ৮৭.১৬ ভাগ। কিন্তু এবার পাস করেছে মাত্র ৭৫.০৬ ভাগ। দিনাজপুর বোর্ডে গত বছর রসায়নে পাস করে ৮০.৮৮ ভাগ। অথচ এবার পাসের হার ৬৮.৩২ ভাগ।

এবার রসায়নে প্রায় সব বোর্ডে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা যায়। যেমন : ঢাকা বোর্ডে গত বছর পাস করে ৯০.৭৭ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৮০.৯৫ ভাগ। রাজশাহী বোর্ডে গত বছর পাস করে ৮২.৯৭ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৮১.৮৯ ভাগ। কুমিল্লা বোর্ডে গত বছর পাস করে ৮২.৮৪ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৭৯.৫২ ভাগ। যশোর বোর্ডে গত বছর পাস করে ৮৬.১৭ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৭৭.৪৫ ভাগ। চট্টগ্রাম বোর্ডে গত বছর পাস করে ৮০.৭৪ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৭২.৪৯ ভাগ। বরিশাল বোর্ডে গত বছর পাস করে ৮৫.৩২ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৭১.৫৪ ভাগ। সিলেট বোর্ডে গত বছর পাস করে ৯৩.৭০ ভাগ, কিন্তু এবার পাস করে ৮৪.৩৯ ভাগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হলেও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এখনও শেষ হয়নি। আর যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষকরা এই ধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি। বরং তারা এখনও সনাতনী মনমানসিকতাই ধারণ করে রয়েছেন। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক জামান বলেন, সৃজনশীলের কারণেই যে কেবল ফল বিপর্যয় ঘটেছে তা বলা যাবে না, এটি কিছুটা ভূমিকা রেখেছে বলা যায়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অবশ্য দাবি করেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ইতিবাচক ছোঁয়া লেগেছে। এ কারণে এসএসসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফল করছে শিক্ষার্থীরা। তিনি দাবি করেন, ৫ লাখ শিক্ষককে দু'বার করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফল বিপর্যয়ের জন্য তিনি পরীক্ষা পদ্ধতি নয়, জামায়াত-শিবির ও বিএনপির হরতালকে দায়ী করতে চান।

পাসের হার আর জিপিএ-৫ কমেছে : এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার পাসের হার ৭৪.৩০। গত বছর ছিল ৭৮.৬৭ ভাগ। এক্ষেত্রে পাসের হার কমেছে ৪.৩৭ ভাগ। আবার এইচএসসির ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এবার পাসের হার ৭১ দশমিক ১৩ ভাগ। গত বছর এই পাসের হার ছিল ৭৬ দশমিক ৫০ ভাগ। এখানেও পাসের হার কমেছে ৫.৩৭ ভাগ। আবার এবার ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জনে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার ১৬২ জন। এক্ষেত্রে কমেছে ২ হাজার ৯৬৫ জন। ৮টি সাধারণ বোর্ডে গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫১ হাজার ৪৬৯ জন। এবার পেয়েছে ৪৬ হাজার ৭৩৬ জন। এখানে কমলো ৪ হাজার ৭৩৩ জন। সংশ্লিষ্টরা এই পরিসংখ্যান থেকে বলছেন, শুধু পাসের হারই কমেনি, সেই সঙ্গে কমেছে ভালো ফলাফলের বিচারে শিক্ষার মানও।